شرك

শিরক

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে " **شرك : শিরক**"।

ك ر ش দ্বারা গঠিত শব্দসমূহ পবিত্র কোরআন মজীদে ১৬৮ বার এসেছে।

ক) شَارِك শরিক হওয়া। খ) اَشرِكَ কাউকে শরীক করা। গ) شِرك শরিকানা। ঘ) شَرِيك শরিক। ঙ) مُشرِك মুশরিক Polytheist. চ) مُشرِكت মুশরিক মহিলাগণ। ছ) مُشرِكة মুশরিক মহিলা। জ) مُشركُون মুশরিকগন।

পবিত্র কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়লা ইরশাদ করেন:

১। লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল: হে আমার পুত্র! শিরক করোনা আল্লাহর সাথে। কারণ শিরক একটি বিরাট যুলুম।

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يٰبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

স্মরণ কর, যখন লুক্মান উপদেশচ্ছলে তাহার পুত্রকে বলিয়াছিল, 'হে বৎস! আলাহ্র কোন শরীক করিও না । নিশ্চয়ই শির্ক চরম জুলুম ।' সূরা লুকমান ৩১ঃ ১৩

২। আল্লাহর সাথে শিরক করা হলে (সে পাপ) আল্লাহ ক্ষমা করবেন না।

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ اَفْتَرَىٰ إِثْماً عَظِيماً ﴿٤٨﴾

নিশ্চয়ই আলাহ্ তাঁহার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না । ইহা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেহ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে । সূরা আন নিসা ৪ঃ ৪৮

তাফসীরকারকগন ব্যাখ্যা করেছেন, যদি সে খালেসভাবে তওবা করে শিরক থেকে ফিরে আসে এবং ভবিষ্যতে শিরকে লিপ্ত না হয়, তবে আল্লাহ গফুরুর রহিম ক্ষমা করে দেবেন।

To learn more click here

৩। **যে কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করে সে তো পথহারা হয়ে চলে যায় বহু দূরে।**

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴿١١٦﴾

নিশ্চয়ই আলাহ্ তাঁহার সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; ইহা ব্যতীত সব কিছু যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং কেহ শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয় । সূরা আন নিসা ৪ঃ ১১৬

তাফসীরকারকগনের মতে, যে কেউ তাওবা করে শিরক থেকে যদি ফিরে আসে এবং ভবিষ্যতে শিরকে লিপ্ত না হয়, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। কারণ তিনি আর রহমান, আর রহীম, গফুরুর রহীম।

৪। **মসিহ্ ইবনে মরিয়ম বনী ইসরাঈলদের বলেছিল, তোমরা ইবাদত করো একমাত্র আল্লাহর, যিনি আমার ও তোমাদের রব।**

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِيٓ إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

যাহারা বলে, আলাহ্ই মার্ইয়াম-তনয় মসীহ্', তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই । অথচ মসীহ্ বলিয়াছিল, 'হে বনী ইস্রাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আলাহ্র 'ইবাদত কর ।' কেহ আলাহ্র শরীক করিলে আলাহ্ তাহার জন্য জান্নাত অবশ্যই নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম । জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই । সূরা আল মায়েদা ৫ঃ ৭২

৫। **তারা জিনকে আল্লাহর শরীক বানায় অথচ তিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন**

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٠٠﴾

তাহারা জিনকে আলাহ্র শরীক করে, অথচ তিনিই ইহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহারা অজ্ঞতাবশত আলাহ্র প্রতি পুত্র-কন্যা আরোপ করে; তিনি পবিত্র- মহিমান্বিত! এবং উহারা যাহা বলে তিনি তাহার ঊর্ধ্বে । সূরা আল আনআম ৬ঃ ১০০

৬। **নিকটাত্মীয় হলেও মুশরিকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মু'মিনদের জন্যে সংগত নয়।**

To learn more click here

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

আত্নীয়-স্বজন হইলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন ইহা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, নিশ্চিতই উহারা জাহান্নামী । সূরা তাওবা ৯ঃ ১১৩

৭। <u>তারা যখন নৌযানে আরোহন করে, তখন আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে তারা আল্লাহকে ডাকে, তারপর তিনি যখন তাদেরকে নাজাত দিয়ে কূলে নিয়ে আসেন, তখন তারা শিরক করতে থাকে।</u>

فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾

উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে । অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন উহারা শির্‌কে লিপ্ত হয়, সূরা আল আনকাবুত ২৯ঃ ৬৫

৮। <u>মানুষকে যখন দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের প্রভুকে ডাকে তাঁর প্রতি বিনীত হয়ে। আবার যখন তিনি তাদেরকে কিছু স্বাদ আস্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের প্রভুর সাথে শিরক করতে থাকে।</u>

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্তে উহাদের প্রতিপালককে ডাকে । অতঃপর তিনি যখন উহাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন উহাদের একদল উহাদের প্রতিপালকের শরীক করিয়া থাকে ; সূরা আর রুম ৩০ঃ ৩৩

৯। <u>যখন তারা আমার শাস্তি সামনে উপস্থিত দেখেছে বলেছে: আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদের শরিক করতাম তাদের প্রতি কুফুরি করলাম।</u>

فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ آمَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

To learn more click here

অতঃপর উহারা যখন আমার শাস্তিপ্রত্যক্ষ করিল তখন বলিল, 'আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনিলাম এবং আমরা তাঁহার সঙ্গে যাহাদেরকে শরীক করিতাম তাহাদেরকে প্রত্যাখ্যান করিলাম ।' সূরা মুমিন ৪০ঃ ৮৪

فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

উহারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করিল তখন উহাদের ঈমান উহাদের কোন উপকারে আসিল না । আলাহর এই বিধান পূর্ব হইতেই তাঁহার বান্দাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সূরা মুমিন ৪০ঃ ৮৫

মুসনাদে আহমদ ২৩১১৯ নম্বর হাদিস

রাসূল সা: বলেছেন, আমি তোমাদের ছোট ছোট শিরকের ব্যাপারে শঙ্কিত। সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র শিরক হলো বড় পাথরের উপর পিঁপড়ার পদচারনার শব্দের মত।

মুসলিম শরীফ ২৯৮৫ নম্বর হাদিস

রাসূল সা: বলেন, আল্লাহ বলেছেন, আমার কোন শরিকের প্রয়োজন নেই। যে কেউ কোনো কাজে আমার সাথে কাউকে শরিক করলো, আমি তাকে ও শরিকদারকে ত্যাগ করবো।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আল্লাহর সাথে আমরা কাউকে শরিক না করি। অন্য কারো মধ্যে আল্লাহর ৯৯ গুণের কোন একটিও বিদ্যমান রয়েছে, এ রকম ধারণা করা, বিশ্বাস করা অবশ্যই শিরক।

হে আল্লাহ, শিরকমুক্ত ভাবে তোমার ইবাদাত করার তৌফিক আমাদেরকে দান করো।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here